بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৬ অক্টোবর, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

বিগত খুতবায় আসমাকে হত্যার ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। আজ দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করব, এটিও মনগড়া ও ভিত্তিহীন কাহিনী বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল ইহুদী আবু উফকের হত্যা।

এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, একদিন মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, কে আছে যে আমার জন্য এই নোংরা আবু উফককে হত্যা করতে পারে। সে অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল, কথিত আছে তার বয়স ছিল ১২০ বছর; কিন্তু সে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে লোকদেরকে উস্কে দিত এবং নোংরা কবিতার পঙক্তি রচনার মাধ্যমে তাঁর অবমাননা করত। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ শুনে হযরত সালেম বিন উমায়ের (রা.) যিনি আল্লাহ্র ভয়ে অনেক কাঁদতেন; তিনি উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, হয় আমি তাকে হত্যা করব নতুবা এ চেষ্টায় আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেব। একরাতে প্রচন্ড গরমের মধ্যে আবু উফক তার বাড়ির আঙ্গিনায় ঘুমিয়ে ছিল। হযরত সালেম (রা.) একথা জানতে পেরে দ্রুত তার বাড়ি অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে পৌঁছে তার বুকে তরবারী মেরে প্রচন্ড জোরে চাপ দেন যার ফলে তা দেহ ভেদ করে পিঠ অতিক্রম করে বিছানায় গিয়ে ঠেকে। সেই মুহূর্তে আবু উফক ভয়ানক চিৎকার দেয় আর তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকেরা দ্রুত তার

কাছে আসে এবং তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায়, কিন্তু তার প্রাণ রক্ষা হয় নি।

হুযূর আনোয়ার এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায় বলেন : উপরোক্ত ঘটনাটিরও নির্ভরযোগ্য পুস্তকাবলী কিংবা সিহাহ্ সিত্তায় উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে, কতিপয় জীবন চরিতের গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে, যেমন, সীরাতুল হালবিয়া, শারাহ যারকানী, তাবাকাতুল কুবরা লিইবনে সা'আদ, আল নবয়াতু লিইবনে হিশাম, আলবাদায়া ওয়াল নাহায়া, কিতাবুল মাগাযি আল ওয়াকদি এবং সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ইত্যাদি। কিন্তু ইতিহাসের অধিকাংশ পুস্তকাদিতে এ ঘটনা বর্ণিত হয়নি, যেমন, আলকামিলু ফিততারিখ, তারিখুত তাবারি, তারিখ ইবনে খলদুন ইত্যাদি।

এই ঘটনাটির বিষয়েও আসমার ন্যায় এই সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, সে মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে জনগনকে প্ররোচিত করত। বদরের যুদ্ধের পর সে তার হিংসা ও ক্রোধে আরও বেড়ে ওঠে এবং সরারসরি বিদ্রোহ করে বসে। তার হত্যার ঘটনাটির বর্ণনাও সন্দেহজনক।

প্রথমত, হত্যাকারীর বিষয়ে মতবিরোধ বিদ্যমান। ইবনে সা'দ ও আবু ওফাক-এর মতে আবু উফককে হত্যা করেছে সালেম বিন উমায়ের। অপরদিকে অন্য আরো কিছু বর্ণনায় সালেম বিন উমর এর নাম উল্লেখ আছে। এছাড়া উকবার বর্ণনায় সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাবেত আনসারীর নাম পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, হত্যার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইবনে হিশাম ও ওয়াকদীর মত হলো, সালেম নিজে উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করেছেন। অথচ অন্যান্য বর্ণনা মতে, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে তিনি তাকে হত্যা করেছেন।

তৃতীয় মতবিরোধ ধর্মমত নিয়ে। ইবনে ইসহাকের মতে আবু উফক ইহুদী ছিল, অথচ ওয়াকদীর মতে সে ইহুদী ছিল না।

চতুর্থত, হত্যার সময়ের ব্যপারে মতবিরোধ পাওয়া যায়। ওয়াকদী ও ইবনে সা'দের মতে এটি আসমার হত্যার পরের ঘটনা। অথচ ইবনে হিশামের মতে এ ঘটনা আসমার হত্যার পূর্বে ঘটেছিল। এ সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায় এই কাহিনীটিও বানোয়াট ও মনগড়া।

যদি তর্কের খাতিরে এ ঘটনাটিকে সত্য বলে ধরেও নেয়া হয় তথাপি আবু উফকের বিভিন্ন অপরাধ যেমন, রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার উস্কানি দেয়া, উত্তেজনাকর কবিতার পঙক্তি রচনা করে যুদ্ধের জন্য লোকদেরকে প্ররোচিত করা, রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করা ইত্যাদি কারণ তাকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি প্রদানের জন্যও যথেষ্ট। নয়ত শুধুমাত্র কটুক্তি কারর হত্যার কারণ হতে পারে না। অনুরূপভাবে আসমার হত্যার বিষয়ে যেভাবে ইহুদীদের কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না, অনুরূপভাবে এ ঘটনার পরও ইহুদীদের কোনো প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। কাজেই ইহুদীদের নিশ্চুপ থাকা এ ঘটনাকে বানোয়াট সাব্যস্ত করে।

বদরের যুদ্ধের অনতিপর এ ঘটনা ঘটেছিল বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এটি সত্য নয়, কেননা ইতিহাসবিদগণ এ বিষযে ঐক্যমত যে, মুসলমান ও ইহুদীদের প্রথম বিবাদ শুরু হয় বনু কায়নকার

ঘটনার মাধ্যমে। এর পূর্বে কোনো রক্তপাতের ঘটনা ঘটে থাকলে অবশ্যই তারা তা উল্লেখ করত এবং নির্দ্বিধায় এই আপত্তি করত যে, ইহুদীদের উত্তেজিত হওয়ার পেছনে কারণ হলো, মুসলমানরা প্রথম তাদেরকে উস্কে দিয়েছে। কিন্তু মদিনার ইহুদীরা এসব বিষয়ে এমন প্রশ্ন তুলেছে বলে কোথাও উল্লেখ নেই । অন্যদিকে সমালোচকরাও এ ধরণের কোনো আপত্তি উত্থাপন করেনি। এটাও মনে রাখা দরকার যে, এসব ঘটনার সময় বদর যুদ্ধের আগে বা পরে বর্ণিত হয়েছে। সকল ইতিহাসবিদ একমত যে, মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে প্রথম দ্বন্দ্ব ছিল বনু কাইনকার অভিযান।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ ঘটনা সম্পর্কে সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে বর্ণনা করেন যে, ওয়াকদী এবং আরো কতিপয় ইতিহাসবিদ বদরের যুদ্ধের অনতিপর এরূপ দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছে যার উল্লেখ কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু বিবেক দ্বারা যাচাই করলেও এগুলো গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয় না। এ ঘটনাগুলোর মাধ্যমে যেহেতু মহানবী (সা.)-এর সত্তার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যায় তাই তারা অভ্যাসবশতঃ চরম বিভ্রান্তিমূলক এমন দুটি বানোয়াট কাহিনী বর্ণনা করেছে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো, যদি সঠিক পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাই করা হয় তাহলে একটি ঘটনাও সত্য প্রমাণিত হয় না।

প্রথম যে সংশয় সৃষ্টি হয় তা হলো, হাদীসের গ্রন্থাবলীতে এ ঘটনার কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না, বরং হাদীস তো দূরের কথা অনেক ঐতিহাসিকও এর উল্লেখ করেন নি। যদি এমন কোনো ঘটনা আসলেই ঘটে থাকত তাহলে হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বা অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে এর উল্লেখ না থাকার কোনো কারণ নেই। এস্থলে এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, এ ঘটনা বর্ণিত হলে মহানবী (সা.) বা তাঁর সাহাবীরা আপত্তির লক্ষ্যস্থলে পরিণত হবেন তাই মুহাদ্দিসগণ বা কতিপয় ঐতিহাসিক এ ঘটনাটিকে এড়িয়ে গিয়েছেন। কেননা প্রথমত, হত্যার কারণ বা প্রেক্ষাপটের দৃষ্টিকোণ থেকে এ হত্যাকাণ্ড আপত্তিকর নয়। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি হাদীস ও ইতিহাসের সামান্য জ্ঞান রাখে তার কাছে এটি অজানা নয় যে, মুসলমান মুহাদ্দিস বা ঐতিহাসিকগণ শুধুমাত্র মহানবী (সা.) বা তাঁর সাহাবীদের ওপর আপত্তি উত্থাপিত হবে একথা চিন্তা করে কোনো ঘটনাকে বাদ দিয়ে দেবেন না। কেননা তারা যে কোনো কথা বা ঘটনাকে বর্ণনার মানদণ্ডে সঠিক হিসেবে পেলে তা লিপিবদ্ধ করতেন, কখনো এ বিষয়ে কালক্ষেপণ করতেন না। মিষ্টার মার্গোলিস সকল বিষয়ে মুসলমানদের সমালোচক ও বিরোধীতাপূর্ণ মনমানসিকতা রাখত সেও এসব ঘটনার জন্য মুসলমানদের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করেনি।

হুযূর (আই.) বলেন, এসব মনগড়া ও বানোয়াট কাহিনী যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপিত হয়েছে, ঐতিহাসিকগণ এ সম্পর্কে যা লিখেছেন তাদের উচিত ছিল পরবর্তীতে তা যাচাই বাছাই করা। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃতজ্ঞতা যে, আমরা এ যুগের ইমামকে মান্য করেছি আর আমরা প্রতিটি বিষয় দেখেশুনে, এর সত্যতা অনুধাবন করে এরপর তা বর্ণনা করার চেষ্টা করি এবং কোনো আপত্তি– যা এভাবে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় তা খণ্ডন করার চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা'লা সেসব আলেমকে বিবেক দিন যারা সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে এসব ঘটনা বর্ণনা করে এবং নিজেদের ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে ইসলামের অবমাননা করে। মনে হয় তারা ইসলামের সেবা করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

তাদের কর্মকাণ্ডের ফলে কখনো কখনো উগ্রপন্থার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও অনুধাবন করার শক্তি দিন।

খুতবার শেষের দিকে হুযূর (আই.) চারজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন। প্রথমত, প্রফেসর ড. নাসের আহমদ খান সাহেব, দ্বিতীয়ত, রাবওয়ার আমীর খান সাহেব ভাট্টির পুত্র শরীফ আহমদ ভাট্টি সাহেব, তৃতীয় স্মৃতিচারণ নওয়াব শাহ্ জেলার সাবেক আমীর প্রফেসর আব্দুল কাদের ডাহরী সাহেব, এবং চতুর্থত, আমেরিকা নিবাসী প্রফেসর ডাক্তার মুহাম্মদ শরীফ খান সাহেব। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতদের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন আর তাদের বংশধরদেরকে আহমদীয়াতের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার তৌফিক দিন, (আমীন)।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
6 October 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in